কবিতা

সায়ক রায়

কবিতা ২১- ২২

সকলে সকলের থেকে তৃতীয়
তিনজন প্রতিবেশী, তিনটে জানলায় তাকিয়ে তৃতীয়জনকে দেখে যাচ্ছে।
নিকটবর্তী বিজ্ঞাপন উড়ে যায় —
‘আবহাওয়া দপ্তরের রাডার চালক সায়ক রায়, আত্মহত্যা করতে বিফল হয়েছে দ্বিতীয়বারের জন্য। সকলকে আহ্বান, তৃতীয়বারেরটায় উপস্থিত থাকতে!’
সকলেই সকলের থেকে তৃতীয়
এবং জানে তাদেরই মধ্যে কেউ সায়ক রায়,
কেউ বিশ্বাসঘাতক
এবং কেউ সেই তৃতীয়জন।

কটি পেচ্ছাপখানা ছাড়িয়ে
দুটি চলচ্চিত্র গবেষণা সমিতি,
একটি পোড়ামাটির মন্দির ও তার পেছনে
বেজি, নেকড়ে এবং গিরগিটির বাজার,
পাঁচটি গৃহহারা ভবন আর শেষে
একটি কালজীর্ণ বাড়ি
রামপ্রসাদের সমসয়াময়িক কোনো কবির বাড়ি,
তবে সেটি ভেঙে
কেন্দ্রীয় সরকারের ট্যুরিজম দপ্তর তৈরি হবে।
‘যেহেতু এখানে কিছু দেখবার নেই, তাই কোনো ক্ষতি না করে,
যাত্রীদের বাকি দেশটি ঘুরে দেখবার দপ্তর করাই যায়।’
এটাই ছিল আজকের স্থানীয় সংবাদ।

২০১৯, বিজ্ঞপ্তি, ‘চলমান রেল থেকে আত্মহত্যার জন্য,
ভাড়া মওকুফ আর করা হবে না’।

ধর্মীয় আড্ডায় লালসা দরজা খুলে ঢুকছে দেখতে
ছিটকিনিটি নিজের হাতে গিয়ে লাগালাম।
ইস্তেহারের মলাটে বাচ্চারা শিশ্ন, যোনি ও আমার কার্টুন এঁকেছে
জপমালা খুলে রেখেছে,

তবে এটি অসম্ভব কারণ এখানে প্রবীণ
পুরুষ ছাড়া কেউ আমন্ত্রণ পায়নি
সন্নিকর্ষে দেখা গেল – ইতিহাসে এবং জ্যামিতিক গণনায়,
এই প্রেক্ষাপটের সম্ভাবনা ৮%
আমাদের সবার বয়স ৯২ পেরনো।

নেড়ি কুকুর ও রবিবার আজও আসে
স্মৃতির রঙ আর সবুজ নেই,
উত্তেজনা বাড়ছে, অন্তরালে হলদে রঙ ঢেলে পড়ছে
তবু গায়ে গা মেখে নেড়ি কুকুর ও রবিবার ঠিক চলে আসে।
নবারুণের লুব্ধক যেন আমার স্থানটা বোঝায়; হিমসিম খাচ্ছি—
কবিতার আকার দিতে গিয়েও ব্যর্থ হলাম,
শুধু গাড়িগুলো আরো চওড়া হয়ে যায়।

সম্পূর্ণভাবে পাঠ করতে ভুলে গেছে
প্রতিটা কথা জড়িয়ে যাচ্ছে।
দেহগত আবির উপেক্ষিত হয়ে ঝরে পড়ছে
গুঁড়ো করে মুখে পুরে, সঞ্চালক পাঠ করবে
কিন্তু ততক্ষণে বাসি খবর বলে ঘোষিত হয়ে গেছে,
কারণ গণগাত্রদাহ তার বর্তমান বদলেছে
এখন আর রাজনৈতিক সহিংসতায়
ঘ'টে যাওয়া গ্রামের খবর অনর্থক;
সঞ্চালক, পাঠক ও সংরক্ষণকারী, সকলেই
এক মেস ঘর ভাড়া করে এই কবিতা লেখা শুরু করলেন—
'গতানুগতিক কবি, বিষয়বস্তুর আপচ্ছায়,
পায়ে আলতা মেখে,
একই ঘরে প্রবেশ করলেন, ভাড়া বাড়লো।'

মধ্যদুপুর, কোমল গান্ধার
উপনির্বাচন ফলাফল,
বিজ্ঞাপন; বিজ্ঞাপন; সূর্যাস্ত।

এই দিন আর আসবে না সুজাতা
রাস্তার মিছিল সওয়ার ঘরে পর্যন্ত ঢুকে পড়েছে -
প্রতিটা ফ্ল্যাটবাড়ি নিশ্চুপ
শুধু রাস্তা রাস্তা রাস্তা
আমি তুচ্ছ, সুজাতা
কিচ্ছু নয় -
এটা শুধু তোমার আর আমার নয়

কঙ্কালের গায়ে চামড়া জড়ানো মানুষের মতন ঐ প্রাণী
হাতে কুড়ুল নিয়ে নতুন মেঝেয় দাগ ফেলছে
আমার মুছে ফেলার জোড় নেই;
কেঁদো না, আমাদের সংসার ঢালছে
ইতিহাসের সঠিক রঙ জানি না
তবে এই দিন আসবে না সুজাতা
তাকাও চারিদিকে
এখনও ইচ্ছে করছে পরস্পরকে নিয়ে বাঁচতে?
আওয়াজের অনুপ্রাস
সাংঘাতিক।

====

পরিচিতিচিত্রঃ কবি

সায়ক রায় ২১: ২০'র কবি। ইংরেজি সাহিত্যে স্নাতক সেন্ট জেভিয়ার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। বর্তমানে তুলনামূলক সাহিত্যে স্নাতকোত্তর পড়াশোনা চলছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে। পাশাপাশি সাহিত্য, সিনেমা, সঙ্গীত, রাজনীতি, ইতিহাসের সাথে যত্নে জড়িয়ে থাকা।